2/

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 1 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

134

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্যা

সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য

।। রেজা রায়হান ।।

এ বছর দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষকের সাড়ে ৫ হাজার অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে আরো আড়াই লাখ নতুন শিক্ষক প্রয়োজন। নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন ১৫ হাজার। ৬২ শতাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ এবং ৩০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে মাত্র ১০ জোড়া বেঞ্চ রয়েছে। এদের প্রয়োজন ৮৪ হাজার জোড়া বেঞ্চ।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এম মোকাম্মেল হকের নেতৃত্বে গঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের মতে, বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষকের অনুমোদিত সাড়ে ৫ হাজার পদ শূন্য রয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সরকারীকরণের পর গত ২০ বছরে মাত্র ৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ এ সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগকে গ্রহণযোগ্য অনুপাত বিবেচনা করা হলে দেশে আরো ২ লাখ ৫২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক প্রয়োজন। ২শ' ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি স্কুলের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেয়া হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার [illegible]

শিক্ষক ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৬

শিক্ষক ঃ পদ শূন্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুহূর্তে ১৪ হাজার ৬শ' ৫০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে। আর শহরাঞ্চলের ৫টি অথবা ততোধিক শ্রেণীকক্ষকে বিবেচনায় নেয়া হলে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৬২ শতাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ই পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এর মধ্যে ১৫ হাজার বিদ্যালয়ের ৪৫ হাজার শ্রেণীকক্ষের পুনর্নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন। সাধারণ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নেই। ৫৮ শতাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ১০ জোড়া হাই ও সাধারণ বেঞ্চ রয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ৮৪ হাজার জোড়া বেঞ্চ প্রয়োজন। তবে বিদ্যমান ও নির্মাণাধীন বিদ্যালয়সমূহের জন্য কি পরিমাণ আসবাবপত্র প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষক ও ছাত্র এবং বিদ্যালয় ও ছাত্রের অনুপাত নির্ধারণের জন্যও জরিপ চালানো প্রয়োজন। এটা করা হলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারতেন কোথায় অতিরিক্ত শিক্ষক ও অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ এবং কোন্ স্কুলে দুই শিফট চালু করা প্রয়োজন।